# ইতিহাস

## আজকের পাঠ

## বৌদ্ধধর্ম

(দ্বিতীয় ভাগ)

১) বৌদ্ধধর্ম মত অথবা বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা কি?

**✓ মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেওয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান জীবনের সত্যের উপলব্ধি বৌদ্ধধর্মে সন্ধান মেলে।এই ধর্মে চারটি মহান সত্যের কথা বলা হয়েছে যা আর্যসত্য নামে পরিচিত। এই সত্যগুলো হলো –**

**ক) সংসার দুঃখময়।**

**খ) এই দুঃখ কষ্টের কারন ও রয়েছে।**

**গ) দুঃখ কষ্ট নিবারণের উপায় আছে এবং**

**ঘ) দুঃখকষ্ট অবসানের জন্য সত্যপথ অনুসরণ করতে হবে।**

২) অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি?

**✓ বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট ও আকাঙ্খা কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বুদ্ধ আটটি উপায় অবলম্বন এর কথা বলেন যা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। সেই আটটি পথ হলো ১) সৎ**

**দৃষ্টি, ২) সৎ সংকল্প, ৩) সৎ বাক্য, ৪) সৎ কর্ম, ৫) সৎ জীবন, ৬) সৎ চেষ্টা, ৭) সৎ স্মৃতি এবং ৮) সম্যক সমাধি।**

৩) মধ্যপন্থা কি?

**✓ বৌদ্ধধর্মে চূড়ান্ত ভোগবিলাস পরিহার করা এবং কঠোর তপস্যা ও  পথ বর্জন করার কথা বলা হয় এগুলিকে বলা হয় মধ্যপন্থা। মধ্যপন্থা হলো নির্বাণ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।**

৪) বৌদ্ধধর্ম এর নৈতিক উপদেশ কি?

**✓ বৌদ্ধধর্মে কয়েকটি নৈতিক উপদেশের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হলো –**

**ক) ‘ পঞ্চশীল ‘ – হিংসা, পরস্কপহরণ, ব্যাভিচার,মদ্যপান ও মিথ্যাভাষণ থেকে বিরত থাকা।**

**খ) সমাধি – মনঃসংযোগ**

**গ) প্রজ্ঞা – অন্তর্দৃষ্টি**

৫) বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

**✓ ত্রিপিটক। পিটক কথার অর্থ হলো পাত্র বা ঝুড়ি।**

৬) বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক কয়টি ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

**✓ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা ক) সূত্ত-পিটক, খ) বিনয়পিটক ও গ) অভিধর্মপিটক।**

**ক) সূত্ত- পিটক:- ত্রিপিটকের এই অংশে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন উপদেশাবলী রয়েছে।**

**খ) বিনয়পিটক:- ত্রিপিটকের এই অংশে বর্ণিত আছে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের পালনীয় বিভিন্ন নিয়ম ও বিধিসমূহ।**

**গ) অভিধর্মপিটক:- এই অংশে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ।**

৭) বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত গ্রন্থ ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?

✓ **পালি ভাষায়**

৮) কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে?

✓ **জাতক (এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কাহিনী বিবৃত আছে) তাছাড়া সিংহলী গ্রন্থ ‘ মহবংশ ও দীপবংশ ‘|**

৯) বৌদ্ধসংঘ ও বৌদ্ধবিহার কি?

✓ **বৌদ্ধধর্মে সংঘের স্থান খুবই গুরত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ধর্মমত প্রচার করতেন এবং ভিক্ষা করে অন্নের ব্যবস্থা। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্যাসীদের**

**জন্য থাকার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করে দূরবর্তী ধর্মপ্রচারের সময় অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিরাপত্তা হিসাবে ভিক্ষুদের জন্য এই বৌদ্ধসংঘ ও বৌদ্ধবিহার গঠন করা গণতান্ত্রিক প্রদ্ধতিতে এই বৌদ্ধবিহার পরিচালিত হত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের জন্যও পৃথক বিহার ও সংঘের ব্যবস্থা ছিল।**

১০) কোন বৌদ্ধ সংগীতীর অধিবেশনে বৌদ্ধরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায় ও কি কি?

**✓ কুষাণ রাজ কনিস্কের রাজত্বকালে ৯৮ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ ও শেষ বৌদ্ধ সংগীতীর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বৌদ্ধরা 'মহাযান' ও 'হীনযান' দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।**

**ক) মহাযান: মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমর্থকরা বুদ্ধ মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করেন। এরা বৌদ্ধধর্মকে লৌকিক ধর্মে পরিণত করতে চান।**

**খ) হীনযান: অপরপক্ষে এই সম্প্রদায়ের সমর্থকরা কোনপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন। এরা বুদ্ধ – প্রবর্তিত পথ অনুসরন করেন।**

১১) বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধমহাসম্মেলন নিয়ে আলোচনা কর?

| **বৌদ্ধমহা সম্মেলন** | **সময়** | **স্থান** | **তৎকালীন শাসক** |
|---|---|---|---|
| ১) প্রথম মহা বৌদ্ধ সম্মেলন | ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব | রাজগৃহ | অজাতশত্রু |
| ২) দ্বিতীয় মহা বৌদ্ধ সম্মেলন | ৩৮৩ খ্রিস্টপূর্ব | বৈশালী | কালাশোক |
| ৩) তৃতীয় মহা বৌদ্ধ সম্মেলন | ২৫০ খ্রিস্টপূর্ব | পাটলিপুত্র | অশোক |
| ৪) চতুর্থ মহা বৌদ্ধ সম্মেলন | ৯৮ খ্রিস্টাব্দ | কাশ্মীর | কণিষ্ক |

১২) মিলিন্দপানহ কি?

✓ **বৌদ্ধধর্মের একটি বিখ্যাত পুস্তক হলো মিলিন্দপানহ। এতে ইন্দো – গ্রিক শাসক মিলিন্দ (মিয়ান্দের) সঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের মধ্যে বিশেষ বার্তালাপ রয়েছে।**

১৩) বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লেখিত কয়েকজন গুনবান লেখকের নাম কর?

✓ **অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, বুদ্ধঘোষ ও নার্গাজুন**

১৪) কার প্রচেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়?

✓ **বিখ্যাত মৌর্য শাসক অশোক। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও মেয়ে সংঘমিত্রা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।**

১৫) অশোকের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের বাইরে কোথায় কোথায় বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে?

**✓ সিংহল, পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও পূর্ব এশিয়া।**

১৬) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হীনযান গোষ্টীর প্রভাব কোন কোন অঞ্চলে রয়েছে?

**✓ ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও জাভা অঞ্চল।**

১৭) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহাযান গোষ্টীর প্রভাব কোন কোন অঞ্চলে রয়েছে?

**✓ ভারতের উত্তর অঞ্চল, চীন, কোরিয়া ও জাপান।**

১৮) অষ্টাস্থানস কি?

**✓ অষ্টাস্থানস হলো বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু দর্শনীয় আটটি পবিত্র স্থান। সে স্থানগুলি হলো লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী ও সঙ্কাস্যা।**

১৯) বৌদ্ধ স্থাপত্যকলা সমন্ধে লিখ?

**✓ বৌদ্ধ স্থাপত্যকলা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল – স্তূপ, চৈত্যও বিহার।**

**স্তূপ :-** এখানে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেহাবশেষ রূপে চুল, নখের অংশ ও অন্যান্য কিছু জিনিস সংরক্ষিত রয়েছে।

**চৈত্য :-** প্রাথনার জায়গা

**বিহার:-** বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের থাকার অঞ্চল।

২০) বৌদ্ধ শিক্ষা প্রসারকারী কয়েকটি প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর?

| **বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়** | **স্থান** | **প্রতিষ্ঠাতা** |
|---|---|---|
| ১) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় | বিহার | গুপ্ত শাসক কুমারগুপ্ত |
| ২) বিক্রমশিলা | বিহার | পাল শাসক ধর্মপাল |
| ৩) সমাপুরী | উত্তরবঙ্গ | পাল শাসক ধর্মপাল |
| ৪) অদান্টপুরী | বিহার | পাল শাসক গোপাল |
| ৫) জগদাল | বাংলা | পাল শাসক রামপাল |
| ৬) বল্লভি | গুজরাট | মৈত্রক শাসক ভাত্তারকা |

২১) অশোক ছাড়া কোন কোন শাসক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন?

✓ **মগধ শাসক বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, কোশল রাজ প্রসেনজিৎ, ভৎস শাসক উদয়ন, অবন্তী শাসক প্রদ্যুৎ, মৌর্য**

**শাসক অশোক ও দশরথ, ইন্দো – গ্রীক শাসক মিলিন্দ, কুষাণ শাসক , পুষ্পাবতি বংশের শাসক হর্ষবধন ও পাল বংশের গোপাল, ধর্মপাল ও রামপাল।**